দর্শনা সীমান্তে স্বর্ণের বারসহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবি স্বর্ণ চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ কোটি ৬০লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের ২১টি স্বর্ণের বারসহ জীবনগর উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের আনার আলীর ছেলে আবেদীন মিয়া (৪০) কে আটক করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসানের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে। এ সময় ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাস্টার সহকারী পরিচালক মোঃ হায়দার আলীর নেতৃত্বে, বিজিবি’র একটি সশস্ত্র চৌকস আভিযানিক দল সীমান্ত পিলার নম্বর ৭৫/৩-এস হতে আনুমানিক ৮০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে একটি মোটরসাইকেলকে ধাওয়া করে। পরে বিজিবি মোটরসাইকেলটি ধাওয়া করে ১জন পালিয়ে গেলেও ১ জনকে আটক করে।

পরে তার মাজায় থাক প্যাকেট সদৃশ বস্তু পুকুরে ছুড়ে ফেলে দেয়। বিজিবি আভিযানিক দল তার দেহ তল্লাশীকালে অভিনব কায়দায় লুকায়িত অবস্থায় স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ০১টি প্যাকেট উদ্ধার করে।

বিজিবি প্যাকেট খুলে তল্লাশি করে ২কেজি ৪৪৯ গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করে। যার আনুমানিক মূল্য ৩কোটি ৬০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এ ঘটনায় নায়েক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে। আটককৃত আসামীকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বারসমূহ চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান।

মুজিবনগর সীমান্তে ১৭ বাংলাদেশীকে ফেরৎ

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্য পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে চার শিশু, পাঁচ নারীসহ ১৭ বাংলাদেশীকে ফেরৎ পাঠিয়েছে বিএসএফ।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত ৬ বিজিবি এবং ১৬১ বি এস এফ এর কোম্পানি কমান্ডার পর্যায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এসব বাংলাদেশীকে ফেরৎ দেন তারা।

আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১০৫ এর নিকট নোম্যান্সল্যান্ডের কাছে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ফেরৎ আসা সবাই খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার বাসিন্দা।

শুক্রবার বিকাল তিনটার সময় ৬ বিজিবির চুয়াডাঙ্গা সেক্টর কমান্ডার থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধ ভাবে অনুপ্রবেশ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এসব বাংলাদেশী দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করছিলেন। এসব বাংলাদেশীকে যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া শেষে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

দর্শনা সীমান্তে দিয়ে ১৫ বাংলাদেশীকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করল বিএসএফ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ১৫ জন বাংলাদেশীকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে। আজ বৃহস্পতিবার ৩১ জুলাই দুপুর ২ টার দিকে সীমান্তের নোমান্স ল্যান্ডে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে

পতাকা বৈঠকের পর ওই ১৫ বাংলাদেশীকে হস্তান্তর করে। এই দিন বিকেল ৩ টার সময় চুয়াডাঙ্গার-৬ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মো. হায়দার আলী প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টার সময় চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়ন এবং বিএসএফ-৩২ ব্যাটালিয়নের মধ্যে দর্শনা সীমান্ত মেইন পিলার ৭৬ এর নিকট শূন্য রেখায় বিজিবি-বিএসএফের ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।পতাকা বৈঠকে চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হাসান এবং ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট শ্রী সুজিত কুমারসহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি কমান্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন।

পতাকা বৈঠকে পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ হতে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ১৫ জন বাংলাদেশী নাগরিককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক বিজিবির নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। পরে তাদেরকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

হস্তান্তরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলো কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি থানার নিজাম উদ্দীনের ছেলে রাসেল আলী(২৬) রাসেলের স্ত্রী মোছাঃ শাবানা (২১), নিজাম উদ্দীনের স্ত্রী মোছাঃ রাহিলা (৫২) রাসেলের মেয়ে মোছাঃ আছিয়া(৩) রিয়াজ উদ্দীনের মেয়ে মোছাঃ রেশমা(১০)কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি থানার কবীরমাহমুদ গ্রামের আজিজারের ছেলে রফিকুল (২৮)তার স্ত্রী মোছাঃ জান্নাতি (২৪), তার মেয়ে মোছাঃ রুকসানা (১০),সহ ১৫ জন নারী পুরুষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু রয়েছে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীদ তিতুমীর বলেন,ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ৬ বিজিবি ১৫ জনকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করেছে।

গাংনীতে সীমান্ত দিয়ে ১৮ বাংলাদেশিকে ঠেলে দিল বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ৭ জন নারীসহ ১৮ জনকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

আজ মঙ্গলবার (২৯ জুলাই) দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্ত দিয়ে ৯ জন, সহড়াতলা সীমান্ত দিয়ে ৩ জন ও দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুর সীমান্ত দিয়ে ৬ জনকে পুশইন করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবি’র দায়িত্বপূর্ণ কাজিপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার হাবিবুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কাজিপুর আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৫/৪-এস এবং ১৪৬ এর মাঝখান দিয়ে তাদের পুশ-ইন করা হয়।

তিনি আরও জানান, বাংলাদেশের এসব নারী-পুরুষ বিভিন্ন সময়ে ভারতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে বিভিন্ন কারাগারে ছিলেন। তাদের সাজা শেষ হওয়ার পর ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী সীমান্তের ওপারে জড়ো করে সুযোগ বুঝে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দিয়েছে। তবে, পুশ-ইন হওয়া এসব ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক কিনা তা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

এরা হলেন, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের রাজা শেখের ছেলে মহসিন শেখ (৩১), একই উপজেলার কাঠাধুড়ো গ্রামের টুটুল মোল্লার মেয়ে সাথি বেগম (২৪), নারায়ণগঞ্জ জেলার গাউছিয়া উপজেলার সাত্তার মিয়ার মেয়ে তানিয়া খাতুন, যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার ইদিয়া গ্রামের ইলিয়াছ শেখের ছেলে তুহিন শেখ, খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ইখরি গ্রামের ইদ্রিস মোল্লার মেয়ে ময়না বেগম, ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার রতনদিঘী গ্রামের ইছাহাক আলীর মেয়ে ফাতেমা বেগম, একই জেলার রানীশংকৈল উপজেলার বলনচা গ্রামের আকবর আলীর ছেলে সোহেল রানা, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার মাধবপাশা গ্রামের সিদ্দিক শেখের ছেলে বরকত শেখ, ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার উজিরমনি গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে ইকরামুল হোসেন, চচপাড়া গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে হাসিবুল ইসলাম, কাচকালি গ্রামের হামিদের ছেলে জাকির আলী, বারিশা গ্রামের সোবহানের ছেলে শাহ আলম, কাশিপুর গ্রামের ছলিমুদ্দীনের ছেলে আব্দুল কাদের, কেরবাড়ি গ্রামের ইব্রাহিমের ছেলে উসিরুল ইসলাম, নড়াইল জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের হাসমত খানের স্ত্রী লতা শেখ, বিষ্ণুপুর গ্রামের হাসু মোল্লার ছেলে রমজান মোল্লা, মেয়ে আফরোজা কানন, ছেলে রমজান মোল্লা এবং রমজান মোল্লার স্ত্রী স্মৃতি বেগম।

বিজিবির পক্ষ থেকে বিকেলে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) মথুরাপুর বিওপিতে কর্মরত

হাবিলদার রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে একটি টহল দল আজ বেলা সাড়ে ১২টার দিকে সীমান্ত মেইন পিলার ১৪১ হতে ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মথুরাপুর বাঁশবাগান এলাকা থেকে ৬ জনকে, শেওড়াতলা বিওপির টহল কমান্ডার হাবিলদার রফিকের নেতৃত্বে একটি টিম আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলারের নিকট থেকে ৩ জন এবং কাজিপুর বিওপির টহল দল সুবেদার হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৫ ও ১৪৬ এর মাঝখান থেকে ৯ জনকে আটক করেন।

এ নিয়ে বিএসএফকে প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও তাদের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। সাড়া পাওয়া গেলে নো ম্যানস ল্যান্ডে পতাকা বৈঠক করা হবে।

দর্শনা সীমান্তে ভারতীয় রুপাসহ দুই চোরাকারবারি আটক

চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে দুই চোরাকারবারিকে আটক করেছে ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন। এসময় তাদের কাছ থেকে প্রায় ১১ কেজি ভারতীয় দানাদার রুপা জব্দ করা হয়েছে।

শনিবার (২৬ জুলাই) বেলা দেড়টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার আজিমপুর এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

আটক দুই চোরাকারবারি হলেন দর্শনা পুরাতন বাজারের ইকরামুল হকের ছেলে রাজিবুল ইসলাম (৩৭) ও দর্শনা আনোয়ারপুর গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে সাগর আলী (২১)।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি জানতে পারে চোরাকারবারিরা ভারত থেকে বাংলাদেশে রুপা পাচারের চেষ্টা করছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসানের দিকনির্দেশনায় ও সহকারী পরিচালক মো. হায়দার আলীর নেতৃত্বে একটি আভিযানিক দল সীমান্ত এলাকার মেইন পিলার ৭৭/২-এস থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আজিমপুরের একটি ফুড গোডাউনে অভিযান

পরিচালনা করে।

অভিযানের সময় বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে রাজিবুল ও সাগর আলী নামের দুইজনকে আটক করা হয়। পরে তাদের স্বীকারোক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে গোডাউনের একটি কাগজের কার্টন তল্লাশি করে প্রায় ১১ কেজি ভারতীয় দানাদার রুপা উদ্ধার করা হয়। এসময় তাদের ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়। জব্দকৃত রুপার বাজারমূল্য প্রায় ২৬ লাখ ৫১ হাজার ৯৫৮ টাকা।

এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মো. এনায়েত হোসেন দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। আটককৃতদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে এবং জব্দকৃত রুপা চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির স্বর্ণ-মাদক চোরাচালান ও পুশইন প্রতিরোধে সভা

চুয়াডাঙ্গা দর্শনা ইমিগ্রেশন চত্বরে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি স্বর্ণ মাদক চোরাচালান ও পুশইন প্রতিরোধে জন সচেতনতা মুলক এক আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

বুধবার বিকাল ৪টার দিকে জয়নগর সীমান্তে চেকপোষ্ট চত্বরে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা বিওপি বিজিবির কোম্পানী কমান্ডার সু্বেদার মোঃ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এর উপ-পরিচালক মেজর মোঃ হায়দার আলি।

এসময় তিনি বলেন, এলাকার সব ধরনের মানুষের সহযোগিতা না পেলে স্বর্ণ মাদক চোরাচালান ও পুশইন ঠেকানো বা প্রতিরোধ করা সম্ভব না।
তিনি আরো বলেন, আমাদের আপনারা গোপনে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা

করবেন,যা কেউ জানবেনা।

এ সময় দামুড়হুদা আনসার ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার মোঃ সাজিদ সহ ২০ জন সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য এবং সচেতন নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মহেশপুর সীমান্তে বিদেশি পিস্তল, শর্টগান ও মোটরসাইকেল উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে বিজিবি’র অভিযানে বিদেশী পিস্তল, দেশি ওয়ান শুটার গান, গুলি এবং মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৭ জুলাই) বিজিবির অতিরিক্ত পরিচালক উপ অধিনায়ক আবু হানিফ মোঃ সিহানুক স্বাক্ষরিত এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান বৃহস্পতিবার সাড়ে ১২টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ মাটিলা বিওপি’র জেসিও-৮৯০২ সুবেদার শরীফ মনিরুজ্জামান এর নেতৃত্বে দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৫১/৬-এস হতে আনুমানিক ৮০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জুলুলী গ্রামের মোঃ রিপন বিশ্বাস (৩৫) এর ড্রাগন বাগানের দক্ষিণ পাশে পাঁকা রাস্তার উপর চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করার সময় একটি মোটরসাইকেলকে চ্যালেঞ্জ করলে চালক মোঃ লিটন মিয়া (পিচ্চি লিটন) (২১) পিতা- ওলিয়ার রহমান, গ্রাম-জীবননগর পাড়া, পোস্ট-সামান্তা, থানা- মহেশপুর, জেলা-ঝিনাইদহ) মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়। উক্ত স্থান হতে বিজিবি টহল দল কর্তৃক ০১টি বিদেশী পিস্তল, ০১টি দেশী ওয়ান শুটারগান, ০৬ রাউন্ড গুলি এবং ০১টি মোটরসাকেল উদ্ধার করে। আটককৃত অস্ত্র, গুলি এবং মোটরসাইকেল মহেশপুর থানায় জমা করার কার্যক্রম প্রক্রয়াধীন রয়েছে।

সীমান্তে হত্যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না- নাহিদ ইসলাম

“দেশ গড়তে জুলাই পদযাত্রা” কর্মসূচিতে নবম দিনে চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্থানে পদযাত্রা ও পথসভা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

গতকাল বুধবার মেহেরপুরের গাংনী থেকে বেলা একটায় হাটবোয়ালিয়া বাজারে পৌঁছালে স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বৃষ্টিতে ভিজেই এনসিপির নেতাদের স্বাগত জানান এরপর দুপুর দুইটায় চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার হাসান চত্ত্বরে এনসিপি নেতৃবৃন্দ পথসভা করেন। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পথসভায় উপস্থিত হাজারো মানুষের প্রতি এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এ সময় চুয়াডাঙ্গার সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি কৃষকের নিহত হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘সীমান্তে গত ৫৪ বছরে হাজারো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গাতেই হত্যা করা হয়েছে দুই শতাধিক। এখন থেকে বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের সীমান্ত, মানচিত্র ও মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করবে। সীমান্তে হত্যা কোনোভাবেই মেনে নেবে না।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন ‘গত ৫৪ বছর ধরে ভারতীয় আধিপত্যবাদ বাংলাদেশের জনগণের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছে। আর কোনও ধরনের আধিপত্য মেনে নেবে না বাংলাদেশের তরুণরা। এ দায়িত্ব নিয়েই কাজ করবে এনসিপি। এ সময় শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, ‘গুলির নির্দেশ দিয়েছেন শেখ হাসিনা, আর খুনিকে আশ্রয় দিয়েছে ভারত। ভারত যদি বাংলাদেশের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক চায়, সমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে হতে হবে। কেবল বাংলাদেশই ভারতের ওপর নির্ভরশীল নয়, ভারতও বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল। এটা যেন ভারত কোনোভাবেই ভুলে না যায়। বাংলাদেশের মাটি ও মানচিত্র রক্ষা করা বাংলাদেশের ছাত্র ও যুবাদের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব আমরা নিয়েছি।

জাতীয় নাগরিক পার্টি সেই লক্ষ্যে কাজ করবে।’

পথসভায় এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, ‘নতুন সংবিধান প্রণয়ন ছাড়া গণপরিষদ নির্বাচন সম্ভব নয়। এই অভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দ দেশকে নতুন জায়গায় নিতে চায়।’

তিনি আরও বলেন, ‘ভারত সরকারকে বলতে চাই, বাংলাদেশের জনগণের কাছে আপনাদের দায়বদ্ধ থাকতে হবে। মোদি সরকারকে বলছি, শেখ হাসিনাকে ফেরত দিন।’

শেখ হাসিনার মতো স্বৈরাচারী হিসেবে কাউকে আর গড়ে উঠতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন আখতার হোসেন। সব রাজনৈতিক দলকে বাংলাদেশপন্থি রাজনীতির পথে হাঁটার আহ্বান জানান তিনি।

এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজার থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে পদযাত্রা শুরু করেন। এরপর বেলা দেড়টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা শহরের আল তায়েবা মোড়ে পৌঁছালে এনসিপি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে তাঁদের বরণ করে নেওয়া হয়। আলমডাঙ্গায় পদযাত্রা শেষে এসসিপির নেতারা চুয়াডাঙ্গা শহরের পথে রওনা দেন।

চুয়াডাঙ্গা শহীদ হাসান চত্ত্বরে এই পথসভায় দলের মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম বলেন, ‘আমাদের শহীদ ভাইয়েরা যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আত্মত্যাগ করেছেন, তা পূরণ হয়নি। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।’

পথসভায় অন্যদের মধ্যে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান বক্তব্য দেন। এ সময় এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারাসহ দলটির চুয়াডাঙ্গার নেতৃবৃন্দ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ সীমান্তে নিহত যুবকের মরদেহ ৮৫দিন পর ফেরত দিল বিএসএফ

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ)’র গুলিতে নিহত বাংলাদেশি যুবক ওয়াসিম আকরামের (২৮) মরদেহ অবশেষে দেশে ফিরেছে।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে মরদেহ দেশে ফেরায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে নিহতের স্বজনরা। মরদেহ নিহতের স্বজন ও পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার (৫ জুলাই) মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাস্টার মুন্সী ইমদাদুর রহমানের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নিহত ওয়াসিম আকরাম মহেশপুর উপজেলার বাঘাডাঙ্গা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে।

বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) জানিয়েছে, চলতি বছরের ১১ এপ্রিল ইছামতী নদীর ভারতীয় অংশে গুলিবিদ্ধ যুবকের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী। পরে বাঘাডাঙ্গা গ্রামের রমজান আলী ঘটনাস্থলে বাংলাদেশ অংশে দাঁড়িয়ে মরদেহটি তার ছেলে ওয়াসিম আকরামের বলে দাবি করেন। ওই সময় বিএসএফ মরদেহ উদ্ধার করে ভারতীয় পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

পরে মরদেহটি ফিরে পেতে বিজিবির কাছে লিখিত আবেদন করে ওয়াসিমের বাবা রমজান আলী। আবেদনের প্রেক্ষিতে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ধারাবাহিক যোগাযোগের ফলে ভারতীয় পুলিশ ও বিএসএফ বাংলাদেশি ওই যুবকের মরদেহ ফেরত দেয়ার উদ্যোগ নেয়।

পরে আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে মেইন সীমান্ত পিলারএর ৬০ এর নিকটে বিজিবি ও বিএসএফ দুই দেশের পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মরদেহটি হস্তান্তর এবং গ্রহণ সম্পন্ন হয়। নিহত ওয়াসিম আকরামের বাবা রমজান আলী এবং তার বড় ভাই মেহেদী হাসান মরদেহ গ্রহণ করেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বাঘাডাঙ্গা গ্রামে ওয়াসিম আকরামের মরদেহ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

দর্শনা সীমান্তে বিএসএফ -এর গুলিতে যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহতের অভিযোগ। চুয়াডাঙ্গার দর্শনার ঝাঁঝাডাঙ্গা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর গুলিতে এক বাংলাদেশি কৃষক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার পর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছে।

নিহত যুবকের নাম মো. ইব্রাহিম বাবু (৩০), তিনি দর্শনা থানার পার কৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ঝাঁঝাডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। নিহত বাবু ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের মো. নূর ইসলামের একমাত্র ছেলে। গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আমার ছেলে বাবুসহ ৪-৫ জন গরুর জন্য ঘাস কাটতে সীমান্তসংলগ্ন গালার মাঠে যায়। এ সময় ভারতের নদীয়া জেলার গেদে ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা ৭৯ নম্বর পিলারের কাছাকাছি গুলি ছোড়ে। গুলিতে বাবু ঘটনাস্থলেই নিহত হয় বলে গুন্জন চলছে।

এ ঘটনায় ইব্রাহীম বাবুর স্ত্রী জেসমিন আক্তার জানায়, বাবু মারা গিয়েছে কিনা এখনও আমারা নিশ্চিত না। তিনি আরো জানান, আমার স্বামী ইব্রাহীম বাবু দোকান বন্ধ করে ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে মাথাভাঙ্গা নদীর ওপারে ৭৯ নং পিলার বরাবর ঘরুর জন্য ঘাস কাটতে যায়। এ সময় ভারতীয় বিএসএফ ২ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করার শব্দ শুনতে পাই পার্শ্ববর্তী লোকজন। কেউ কেউ বলছেন, ইব্রাহীম বাবু বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছে। আসলে কি ঘটনা ঘটেছে জানিনা।

এ বিষয়ে নিহত ইব্রাহীম বাবুর খালু আক্তারুজ্জান জানান, ইব্রাহীম ঘাস কাটতে গেলে বিএসএফ ২ রাউন্ড গুলি ছোড়ে।এতে ইব্রাহীম নিহত হয়। এরপর ইব্রাহীমের লাশ টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেছে ভারতীয় বিএসএফ।

এ বিষয়ে ৬ বিজিবির সুলতানপুর ক্যাম্প ইনচার্জ সাইফুজ্জামান জানান, এ বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নেই তবে আমার উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের সাথে কথা বলতে বলেন, নিহতের পরিবার দাবি করেছে, ইব্রাহিম বাবু একজন কৃষক এবং তিনি কোনো চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। শুধু ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. শহিদ তিতুমীর বলেন, আমরা নিহতের গ্রামে গিয়ে তার পরিবার ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছি। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেঃ কর্নেল নাজমুল হাসান জানান, ঘটনা বিভিন্ন মাধ্যমে শুনে ৩২ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি। তারা জানান একদল স্বর্ণ চোরাকারবারির সাথে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় একজন গুলিবিদ্ধ হয়।

এ ঘটনায় পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকে ইব্রাহিম বাবুর নিহত এখনো নিশ্চিত করা হয়নি। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ইব্রাহীম বাবু বাড়ি ফেরেনি বলে তার পরিবার জানিয়েছে।